বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

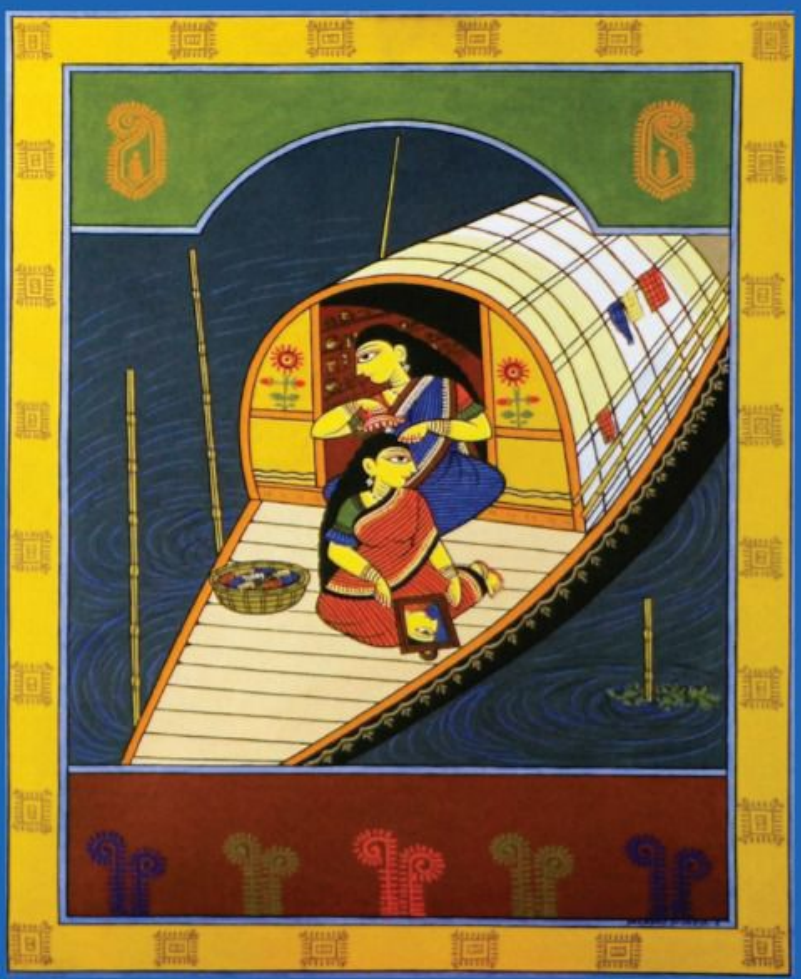

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

সম্পাদনা পরিষদ
বাবুল মিয়া, পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বালোকাফা
মো. রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বালোকাফা
রাকিব হোসাইন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, বালোকাফা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
একেএম আজাদ সরকার
ডিসপ্লে অফিসার, বালোকাফা

আলোকচিত্র
মো: শফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার, বালোকাফা

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ০১৭৯০-০৪৩৭০৩
www.sonargaonmuseum.gov.bd

সূচিপত্র

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ০৬
১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ০৭
১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৭
১.৩ কার্যাবলি ০৭
১.৪ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ ০৮
১.৪.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ০৮
১.৪.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ০৮
১.৪.৩ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ০৮
১.৪.৪ কারুপণ্য বিপণনচত্বর ০৮
২.০ ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ০৯
২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১০
২.১.১ কারুশিল্প মেলা ২০২১ ১০
২.১.২ জয়নুল মেলা ২০২১ ১০
২.১.৩ মুজিববর্ষ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ১০
২.২ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ১০
২.২.১ মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ (টিওটি) ১০
২.২.২ পোশাকে তাঁত শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ১০
২.২.৩ ক্ষুদ্র-নৃ- গোষ্ঠীর কারুশিল্প বাজার সম্প্রসারণ ও ডিজাইন বৈচিত্র্য শীর্ষক কর্মশালা ১০
২.২.৪ তালপাতার বুনন বিষয়ক কর্মশালা ১১
২.২.৫ ঐতিহ্যবাহী রিকশা পেইন্টিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১১
২.২.৬ জামদানী শাড়ির ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা ১১
২.২.৭ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ১১
২.২.৮ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ১১
২.২.৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ১১
২.২.১০ সুশাসন ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ১১
২.২.১১ সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১১
২.৩ ‘কারুপণ্য উদ্যোক্তা পুরস্কার’ ও ‘মিডিয়া ফেলোশীপ’ প্রদান ১১
২.৪ কারুশিল্পী পদক প্রদান ১২
২.৫ আজীবন সম্মাননা প্রদান ১২
২.৬ গবেষণা ও প্রকাশনা ১২
২.৭ কারুপণ্য সংগ্রহ ১২
২.৮ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন ১২
২.৯ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ ১২
২.১০ অবকাঠামো উন্নয়ন অগ্রগতি ১৩
২.১১ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন ১৩
২.১২ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ ১৩
২.১৩ প্রশাসনিক কার্যক্রম ১৩
২.১৪ বাজেট এবং প্রকৃত আয়-ব্যয় ১৪
৩.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ১৫
৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৬

৩.২ Library Management System ১৬
৩.৩ কারুশিল্পী জরিপ পাইলট কর্মসূচি ২০২২ ১৬
৩.৪ গবেষণা প্রকাশনা ১৬
৩.৫ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৬
৩.৬ বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ ১৭
৩.৭ নতুন প্রকল্প ১৭
৩.৮ সেবা সহজিকরণ /ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ গ্রহণ ১৭
৩.৯ কারুপণ্য বাজারজাতকরণ ১৭

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-ক লোককারুশিল্প মেলা ২০২২ এ অংশগ্রহনকারী কারুশিল্পীদের তালিকা ১৮
পরিশিষ্ট-খ লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা ১৯
পরিশিষ্ট-গ পদক প্রাপ্ত লোককারুশিল্পীদের তালিকা ২১
পরিশিষ্ট-ঘ সংগৃহীত পোড়া মাটির পুতুল ও মৃৎশিল্পের তালিকা ২২
পরিশিষ্ট-ঙ ২০২২ সালে লাইব্রেরির জন্য সংগৃহীত বইয়ের তালিকা ২৪
পরিশিষ্ট-চ নিলামকৃত অকেজো মালামালের তালিকা ২৫
পরিশিষ্ট-ছ ২০২১-২২ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব ২৫
পরিশিষ্ট-জ প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ২৭
পরিশিষ্ট-ঝ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড ২৮
পরিশিষ্ট-ঞ আলোকচিত্রে ২০২১-২২ ২৯

ভূমিকা

আমাদের দেশের ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মূলত ছিল গ্রামীণ সমাজ। আর গ্রামবাংলার সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো বাংলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতি। লোকশিল্প, সংগীত ও সাহিত্য এই সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। এই সাংস্কৃতিক সম্পদগুলি যাতে হারিয়ে না যায় এবং কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪৭ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি কারুশিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানে এবং এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রতিটি কর্মকান্ড এক মলাটে আবদ্ধ করে বার্ষিক প্রতিবেদন '২০২১-২২' প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অংশীজন যেমন কারুশিল্পী, কারুপণ্য উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। একইসাথে এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত উন্নয়ন তথা বাংলাদেশের লোককারুশিল্প ও কারুশিল্পীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বাবুল মিয়া
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

প্রাচীন গৌরবময় ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। এর বিস্তৃত অঞ্চল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি ও বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ এর শাসন আমলের জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতিবিজড়িত সোনারগাঁও। মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের সময়ে ১৬০৮ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়। তথাপি আবহমান গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের সমৃদ্ধ স্থান সোনারগাঁও এর কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল নির্মাণশৈলীও দেশে-বিদেশে বেশ সমাদৃত। ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে অতীত স্মৃতিকে সামনে রেখেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে এবং আর্থিক সাহায্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন যা সোনারগাঁও জাদুঘর নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ সরকার এক প্রজ্ঞাপন বলে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৮ সনের ৬ মে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮ নং আইন) শিরোনামে আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। ঢাকা থেকে সোনারগাঁও এর দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার।

১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য

অনুসন্ধান, সংগ্রহ, গবেষণা ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা।

১.৩ কার্যাবলী

(ক) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ;
(খ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;
(ঘ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা;
(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য ও তথ্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
(চ) দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও শিল্পীদের বিবরণ সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরি হালনাগাদ;
(ছ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা;
(জ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(ঝ) লোক ও কারুশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কসপ-এর আয়োজন;
(ঞ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;
(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী এবং আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;
(ঠ) স্বাস্থ্য সম্মত এবং পরিবেশবান্ধব লোক ও কারুপণ্য জনপ্রিয়করণে বিপণন কর্মসূচী গ্রহণ করা;
(ড) সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে লোক ও কারুপণ্যের প্রসারে আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা;
(ঢ) উপরিউল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য করা।

১.৪ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ

১.৪.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাবান শিল্পী। জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ শিল্পমানসিকতা ও সপ্নময়-কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। উপমহাদেশের একজন বলিষ্ঠ স্বভাবশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোতে ছিল তার সক্রিয় অংশগ্রহণ। এছাড়া দেশের লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রকৃতি ও মানুষের জীবন সংগ্রাম তাঁর স্বকীয় অংকনশৈলীতে অনায়াসে মূর্ত করে তুলে ছিলেন তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি ছিলেন জনমানুষের শিল্পী । তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশনের নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে নামকরণ করা হয়। এ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরটিতে ক) নিপুণ কাঠখোদাই গ্যালারি খ) জামদানি, টেরাকোটা ও পাথর শিল্প এবং নকশিকাঁথা গ্যালারি গ) তামা-কাঁসা, লোক অলংকার ও লোকবাদ্যযন্ত্র শীর্ষক ৩টি গ্যালারি রয়েছে।

১.৪.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বাংলার প্রাচীন রাজধানীশহর সোনারগাঁয়ের প্রানকেন্দ্রে নান্দনিক স্থাপত্যের অনন্য নির্দশন বড় সরদারবাড়ি । এটি প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাড়িটির অন্যতম সত্ত্বাধিকারী ছিলেন শ্রী গোপীনাথ সরদার। ধারণা করা হয় তাঁর নাম অনুসারে এ বাড়িটাকে সরদারবাড়ি নামে অভিহিত করা হয়। এর আয়তন প্রায় ২৭ হাজার ৪০০ শত বর্গফুট এবং মোট ৮৫টি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো চমৎকার স্থাপত্যশৈলী ও কারুকার্যময় ভবনটির যেমন: লতা, ফুল, পাখি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি সবমিলে চমৎকার এক স্থাপত্য। আর এ স্থাপত্যশৈলী কালের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে বসেছিলো। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কোম্পানীর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রায় বিশ কোটি টাকা ব্যয় করে বাড়িটির রেস্টোরেশন কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় ৫ বছরের প্রচেষ্টায় রেস্টোরেশনের মাধ্যমে বড় সরদারবাড়িটি তার হারানো ঐতিহ্য/জৌলুস ফিরে পেয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেস্টোরেশনকৃত সরদারবাড়ির শুভ উদ্বোধন করেন। এটি পরিদর্শনে দেশি দর্শনার্থীদের জন্যে প্রবেশ ফি একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকগণের দুইশত টাকা।

১.৪.৩ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রকৃতিকে খুব নিবিড়ভাবে আলিঙ্গান করার সুযোগ রয়েছে। ফাউন্ডেশনের ১৬৮ বিঘা বিশাল আয়তনের মনোমুগ্ধকর সবুজ অঙ্গান পাখির কলকাকলিতে মুখরিত। এর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক। লেকের দু'পাশ দিয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির ঔষধি ফুল ও ফল গাছের সমারোহ। বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, গোলাপজাম, হিজল, জারুল, কদম, বকুল, সোনালু, অর্জুন ,গর্জন, শিমুল, পলাশ, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, চন্দন, কাঠবাদাম, জাফরান, হৈমন্তী, মহুয়াসহ ইত্যাদি। আর এ সকল বৃক্ষরাজিতে বসবাসরত শালিক, কোকিল, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, টিয়া, দোয়েল, শ্যামার মত বৈচিত্র্যময় পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন চত্বর। লেকের জলে লাল, সাদা শাপলা ও শালুক ফুটে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। শীতকালে শীতপ্রধান দেশ থেকে অতিথি পাখির সমাগমও ঘটে এই লেকে। প্রায় ৫২ বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণ ও বড়শিতে মাছ ধরার ব্যবস্থাও রয়েছে।

১.৪.৪ কারুপণ্য বিপণন চত্বর

ফাউন্ডেশনে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নির্মিত হয়েছে কারুপল্লী বিপণন স্টল। কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য বিকিকিনির জন্য নির্মিত হয়েছে ৪৮টি বিপণন স্টল। স্টলগুলো বিভিন্ন ফুল, পাখি, নদী এবং বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণের কাব্যগ্রন্থের নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্টলগুলোতে কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য যেমন: জামদানি, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, শীতলপাটি, শোলার কারুপণ্য, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র সুলভমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশের কারুশিল্পী ও কারুশিল্প দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব-দরবারে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাবে।

২.০ ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

লোকজ উৎসব ও মেলা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান। আবহমার বাংলার লৌকিক সমাজের সামাজিক প্রথা হিসেবে লোকজ উৎসব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পথ ধরে আজ অবধি বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে আয়োজন করা হয় লোকজ উৎসব ও মেলা। সেই লক্ষ্যে এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর পরিচিত তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২ উদযাপিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কারুশিল্পীরা এ মেলায় এসে তাদের তৈরিকৃত লোককারুপণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন। এ মেলায় ১৯টি জেলার ১৮টি মাধ্যমের ৪৩ জন কারুশিল্পীর ২৪টি স্টলে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মেলায় অন্যান্য স্টলের মধ্যে হস্তশিল্প ৯টি, জামদানি ৬টি, পোশাক ১৬টি, কারুপণ্য উদ্যোক্তা স্টল ১৩টি এবং দেশিয় খাবারের স্টল ৯টি স্থান পায়। মেলায় আগত দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের কারুপণ্য উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি চত্বরে কারুশিল্পীদের কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাসব্যাপী লোকজ উৎসব আয়োজনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, বাউল গান, গম্ভীরা, গাজীর পটগান, এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য এবং বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা। লোককারুশিল্প মেলায় অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা এবং অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-ক ও খ তে দ্রষ্টব্য।

২.১.১ কারুশিল্প মেলা ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন ও কারুপণ্যের বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ০৪ নভেম্বর থেকে ০৮ নভেম্বর ২০২১ চারদিনব্যাপী কারুশিল্প মেলা ২০২১ ঢাকাস্থ মহিলা সমিতি কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয়।

২.১.২ জয়নুল মেলা ২০২১

আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ ও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে 'জয়নুল মেলা ২০২১' আয়োজন করা হয়।

২.১.৩ মুজিববর্ষ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালনের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদযাপন করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের পাশাপাশি ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল জন্মোৎসব, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

২.২ কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

২.২.১ মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ (টিওটি)

কারুপণ্যের রূপবৈচিত্র্য ও লোক ও কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারণে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ৪৬জন মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২.২.২ পোশাকে তাঁত শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও আমাদের করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

১৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে পোশাক তাঁত শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও আমাদের করণীয় শীর্ষক দিনব্যপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষনে রির্সোস পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শৈবাল সাহা ও কারুশিল্প অনুরাগী ফ্যাশান ডিজাইনার।

২.২.৩ ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও ডিজাইন বৈচিত্র্য শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৩০ মে ২০২২ তারিখে ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও ডিজাইন রূপবৈচিত্র্য শীর্ষক মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বান্দরবান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী, কারুশিল্প তৈরি, নকশা, রফতানী ও বিপণন চর্চায় নিয়োজিত শিল্পী এবং উদ্যোক্তাবৃন্দ। উক্ত কর্মশালায় রির্সোস পার্সন ছিলেন মং নু চিং।

২.২.৪ তালপাতার বুনন বিষয়ক কর্মশালা

তালপাতার ব্যবহার বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য । তালপাতার তন্তু সংগ্রহ, তন্তু বুনন কৌশল এবং পণ্য প্রস্তুত ও এর বহুবিধ ব্যবহারের লক্ষ্যে গত ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক তালপাতার বুনন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতি ছিলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. আহমেদ উল্লাহ।

২.২.৫. ঐতিহ্যবাহী রিকশা পেইন্টিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ছয়দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী রিকশা পেইন্টিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে অনুষ্ঠিত হয়।

২.২.৬ জামদানী শাড়ির ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা

১১ মে ২০২২ তারিখে ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জামদানী শাড়ির ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ডিসপ্লে অফিসার একেএম আজাদ সরকার।

২.২.৭ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল মার্কেটিং, তালপাতার বুনন কর্মশালা, হস্তশিল্প ও জামদানি কারুশিল্প বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ৫৮ জন কারুশিল্পী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে।

২.২.৮ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

কারুশিল্পী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে উদ্যোক্তা শ্রেণি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে পাঁচদিনব্যাপী কারুশিল্প উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। এতে ১৫ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২.২.৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

পিপিআর ২০০৮, দাপ্তরিক কাজে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, গুড প্র্যাকটিস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিষয়ক মোট ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। পিপিআর ২০০৮, দাপ্তরিক কাজে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, গুড প্র্যাকটিস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিষয়ক মোট ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।

২.২.১০ সুশাসন ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক সুশাসন ও কর্মপরিবেশ বিষয়ে ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনে নেটওয়ার্ক প্রিন্টার সেটাপ ও রেডিওলিংক ইন্টারনেট সার্ভিস সংযোজন করা হয়েছে।

২.২.১১ সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, প্রাথমিক চিকিৎসা, নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত উপস্থিতি, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অবহিতকরণ বিষয়ক ৬টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

২.৩ ‘কারুপণ্য উদ্যোক্তা পুরস্কার’ ও ‘মিডিয়া ফেলোশীপ’ প্রদান

কারুশিল্পীগণ কর্তৃক উৎপাদিত কারুপণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন স্বরূপ জনাব তরুন কুমার পাল এবং জনাব আফসানা আসিফকে কারুশিল্পী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ এবং ডকুমেন্টারী তৈরি ও সম্প্রচারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রিন্ট মিডিয়ায় দৈনিক দেশ রূপান্তরের সাংবাদিক জনাব মো. রবিউল হোসাইন মোল্লাকে এবং ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় ডিবিসি নিউজ- এর সাংবাদিক তাহসিনা সাদেককে লোক কারুশিল্প মিডিয়াকর্মী ফেলোশিপ ২০২২ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী কারুপণ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, ক্রেতা, ভোক্তাদের সচেতন করতে এবং এর ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে নিবন্ধ বা ডকুমেন্টারী তৈরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত তরুণ সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধ করাই এ ফেলোশীপের উদ্দেশ্য।

২.৪ কারুশিল্পী পদক প্রদান

আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারুশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ২০১০ সাল থেকে ফাউন্ডেশন 'কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে গত ৩০ জুন ২০২২ তারিখে লোক কারুশিল্প পদক ২০২২ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩টি ক্যাটাগরিতে যথাক্রমে ১) আল্পনা অংকন মাধ্যমে জনাব দেখন বালা, ২) সুজনী কাঁথা মাধ্যমে জনাব পারভিন আক্তার এবং ৩)রূপার অলঙ্কার মাধ্যমে জনাব মিলন হোসেন মোট ৩ জন কারুশিল্পীকে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লোক কারুশিল্প পদক ২০২২ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ১৯ জন কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের তালিকা পরিশিষ্ট গ তে দ্রষ্টব্য।

২.৫ আজীবন সম্মাননা প্রদান

দেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প শখের হাঁড়ি তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য জনাব সুশান্ত কুমার পালকে জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা ২০২২ প্রদান করা হয়। সম্মান সুচক একটি ক্রেস্ট, ১.৫ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং ৩ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর।

২.৬ গবেষণা ও প্রকাশনা

ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মাটির পুতুল ও খেলনা শীর্ষক বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ "Clay Dolls and Toys of Bangladesh" প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ফারজানা আহমেদ কর্তৃক বাংলাদেশের দারুশিল্প নকশা বৈচিত্র্য : সোনারগাঁ ফাউন্ডেশন' শীর্ষক গ্রন্থ এবং ২টি লোকশিল্প পত্রিকা (ষান্মাসিক) প্রকাশ করা হয়। ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা ৮৯টি। যা ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশনে আগত গবেষনা কাজে নিয়োজিত গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২.৭ কারুপণ্য সংগ্রহ

পুতুল বাঙ্গালির অন্যতম প্রাচীন ঘরোয়া শিল্পকর্ম। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার জনসমাজকে পুতুলের মাধ্যমে চিহ্নিত করার এক প্রবণতা চলে আসছে। তাই সেই থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পুতুল তৈরি করা হয়ে থাকে। মায়েরা মেয়েদের খেলার জন্য কাপড়ের, মাটির পুতুল বানিয়ে দেন। এলাকা ভেদে পুতুলের গড়নে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়াও বাংলার লৌকিক ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে থাকে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ১৩৩টি পোড়ামাটির পুতুল জাদুঘরে নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মাটির পুতুল ও খেলনার তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ তে দ্রষ্টব্য।

২.৮ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন

সংগৃহীত নির্দশন দ্রব্যের মধ্য থেকে ১২৩টি পাথরের ও ৬০২টি মৃৎশিল্পের নিদর্শনের ক্যাটালগ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া লোক ও কারুশিল্পের ২৪৭টি নিদর্শন সংগ্রহ এবং ১০১টি নিদর্শন সংরক্ষণ এবং তামা-কাঁসা-পিতলের নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ চলমান।

২.৯ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ

জাদুঘর গ্যালারির নিদর্শনের এক্সেশন কার্ড নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘর ভবনের প্রধান ফটকের স্যুভিনির সপ কারুপণ্য চত্বরে স্থানান্তর করে সেই স্থানটিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দূর্লভ কিছু আলোকচিত্র তাঁর পুত্র ময়নুল আবেদিন ও তার পরিবারের সদস্যগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত আলোকচিত্র প্রদর্শন করে জয়নুল কর্নার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে।

২.১০ অবকাঠামো উন্নয়ন অগ্রগতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশনে ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশে লোক ও কারুশল্পি ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মিউজিয়াম ভবনের শতকরা ২৬ ভাগ, অডিটোরিয়ামের ২২ ভাগ, ক্যাফেটেরিয়া-কাম-সুভিনিয়রশপের ২৩ ভাগ, বাংলোর ১৮ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ এবং বাস্তাব অগ্রগতি মোট প্রকল্পের শতকরা ২০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ১৮ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ২৭ ভাগ।

২.১১ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬৬১০০০ লক্ষ দর্শনার্থী জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। এর মধ্যে ৪,৯৯,০০০ জন দর্শনার্থী ফাউন্ডেশন এবং ১,৬২,০০০ জন দর্শনার্থী বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, বিদেশি পর্যকের সংখ্যা ১৬০০ জন।

২.১২ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে লোক ও কারুশিল্প, লোকসংস্কৃতির ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক এবং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা পরিশিষ্ট -ঙ।

২.১৩ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনে রেডিও লিংক ইন্টারনেট সার্ভিস ও প্রিন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- নব্য যোগদানকৃত সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিককে ল্যাপটপ/কম্পিউটার প্রদান করা হয়।
- গত অর্থবছরে লোক ও কারুশিল্পী পদক প্রদান নীতিমালা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা প্রদান নীতিমালা, লোক ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার নীতিমালা, লোক ও কারুশিল্প মিডিয়াকর্মী ফেলোশিপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।
- বড় সরদার বাড়ি, কারুপন্য চত্বর, আবাসিক এলাকা, ফাউন্ডেশনের পূর্বপাশসহ নতুনকরে মোট ৩২ টি সিসি ক্যামেরা ও হ্যালোজিন লাইট স্থাপনের মাধ্যমে পুরো ফাউন্ডেশন পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কারুপণ্য চত্বর প্রথিতযষা কারুশিল্পীদের ৪০ টি স্টল বরাদ্দ দয়ো হয়।
- গত ৩১ জুলাই ২০২১ তারিখে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রকাশিত হয়।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশন আয়োজিত ০২টি (১২৩ ও ১২৪ তম) বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে (১)ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্ত ছোট সরদারবাড়ি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (২) ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৬ একর জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (৩) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্ত পানাম নগর ও ফাউন্ডেশনের মধ্যবর্তী জমি অধিগ্রহণ পূর্বক সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে মুল্য নির্ধারণের কাজ চলমান। (৪) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। (৫) ফাউন্ডেশনের ২৭ টি দৈনিক-ভিত্তিক পদসমূহকে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে রুপান্তরকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আলোচ্য অর্থ বছরে ১০টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা, শুদ্ধাচার পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেকের করণীয় নির্দিষ্ট করে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- আলোচ্য বছরে ফাউন্ডেশনের উচ্চমান সহকারী জনাব মো. মিজানুর রহমান, অভ্যর্থনাকারী জনাবা তাজমহল বেগম, অফিস সহকারী মাসুদুর রহমান, মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ড হুমায়ুন কবীর এবং নিরাপত্তা প্রহরী লালচাঁন মিয়াকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূলবেতন ও একটি সনদ প্রদান করা হয়।
- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনে সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার পদে জনাব রাকিব হোসাইন, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক পদে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ড পদে জনাব মোঃ হাচান আলী, এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ও জনাব মো. হাসনাইন এবং আউটসোর্সিংয়ে জনাব তারিকুজ্জামান নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। অন্যদিকে অবসর গ্রহণ করেছেন ফাউন্ডেশনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোছাব্বের হোসেন এবং সহকারী লাইব্রেরিয়ান দিলরুবা বেগম।

- ফাউন্ডেশনের পুরাতন অকেজো মালামাল টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিলাম করা হয়। নিলামকৃত মালামালের তালিকা যথাক্রমে পরিশিষ্ট চ-তে দ্রষ্টব্য।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বছরে কমপক্ষে ৪০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন।

২.১৪ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সর্বমোট বাজেট প্রাক্কলন ছিল সাত কোটি সাত চল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় তিন কোটি একান্ন লক্ষ ছয় হাজার টাকা । উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ব্যয় হয় সাত কোটি দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পরিশিষ্ট ছ-তে দ্রষ্টব্য।

৩.০ ভবিষ্যৎ কর্ম -পরিকল্পনা

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের বিকাশে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ এবং Sustainable Development Goals এর আলোকে দশ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রণিতব্য উক্ত কৌশলগত ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৩.২ Library Management System

আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য বিস্ফোরণের যুগ। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে পাঠককে স্বল্প সময়ে সঠিক তথ্য প্রদানই একজন গ্রন্থাগারিকের মূল লক্ষ্য। সেই কাজ দ্রুত করার জন্য সহায়ক টুলস হচ্ছে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। কারুশিল্পী এবং কারুশিল্প অনুরাগী, গবেষক, কলামিস্ট, পাঠকদের বিষয়টা বিবেচনা করে ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন সেবার পাশাপাশি ই-বুক সেবাও চালু করেছে। যার ফলে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেম্বারগণ যেকোনো স্থান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। তাছাড়া, এটি গ্রন্থাগারিকের ম্যানুয়াল রেকর্ডের বোঝাও হ্রাস করে ও পাঠকের সময় বাঁচাতে সাহায্য করে। লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে গ্রাহক সহজেই বই অনুসন্ধান করতে পারবে, পাশাপাশি লাইব্রেরির রেকর্ড বজায় রাখতে, বইয়ের সংখ্যা, বই ইস্যু করা, ফেরত প্রদান, বই পুনর্বিন্যাস বা জরিমানা সংক্রান্ত রেকর্ড তৈরি, চাহিদা অনুযায়ী বুকিং সিস্টেম, হারানো বইপুস্তকের তালিকা তৈরি, পুস্তক ছাঁটাইয়ের মতো জটিল কাজে সহায়তা করে। তাছাড়া লাইব্রেরির রিসোর্সগুলিকে আরও কার্যকরী পদ্ধতিতে বজায় রাখতেও সাহায্য করে থাকে। পুস্তক ফেরত প্রদানে বিলম্ব হওয়ার মতো বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেতে নোটিফিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

৩.৩ কারুশিল্পী জরিপ পাইলট কর্মসূচি ২০২২

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক গত ১১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. আয়োজিত Stakeholders' Consultation on Scope, Coverage and Methodology of Folk Art and Crafts Survey-2021 শীর্ষক কর্মশালার আলোকে এ বছর কারুশিল্প জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপে মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং সিরাজদিখান, মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয়, রাজশাহী জেলার তানর এবং মহনপুর, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট, নরসিংদী জেলার শিবপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানসহ মোট ১১টি উপজেলায় কারুশিল্পী জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন একটি গবেষণাধর্মী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ইতোমধ্যে ফাউন্ডেশনের সাথে ছয়জন গবেষকের ছয়টি বিষয়ে গবেষণার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে । ভবিষ্যতেও ধারাবাহিক এ কার্যক্রম চলমান রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.৫ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশনে ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ লোক ও কারুশল্পি ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মিউজিয়াম ভবনের শতকরা ২৬ ভাগ, অডিটোরিয়ামের ২২ ভাগ, ক্যাফেটেরিয়া-কাম-সুভিনিয়রসপের ২৩ ভাগ, বাংলোর ১৮ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৭৪ ভাগ এবং বাস্তাব অগ্রগতি মোট প্রকল্পের শতকরা ২০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ১৮ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ২৭ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৬ বড় সরদারবাড়ি সজ্জিতকরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক 'বড় সরদারবাড়ি' সজ্জিতকরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি সিদ্ধান্তে নিচতলার কক্ষসমূহে নিদর্শন দ্রব্য ও রেপ্লিকা দিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কাজে জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, ড. আবু সাইদ এম আহমেদ, শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান এবং জনাব মাসরূর মামুন মিথুনের সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটির তত্ত্বাবধানে ছোট বড় সর্বমোট ৩২ টি শোকেজে কাঠখোদাই, মৃৎশিল্প এবং অন্যান্য মাধ্যমের শতাধিক নিদর্শন দিয়ে গ্যালারিগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোকেজ তৈরি ও আলোকসজ্জা প্রতিস্থাপনসহ যাবতীয় কাজে সাবক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন স্থপতি জনাব মো. সরোয়ার হোসাইন। বর্তমানে দর্শনার্থীদের জন্য বড় সরদারবাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক নির্মাণশৈলী দেখার সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখতে পারবেন।

৩.৭ নতুন প্রকল্প

'বাংলাদেশ লোককারশিল্প গবেষণা ও সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অদক্ষ কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গুণগত মানসম্পন্ন কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহ প্রদান, লোককারুশিল্পের উপর গবেষণা প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় আনুমানিক ১৬.১০ (ষোল কোটি দশ লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম নগরীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি জীবন্ত কারুশিল্পগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের ভূমি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে ভূমি অধিগ্রহণ (প্রায় ৩ একর) কার্যক্রম চলমান।

৩.৮ সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ গ্রহণ

চলতি অর্থবছরে সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের আওতায় উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনটি সেবাকে গ্রহণ করা হয়।
১) অনলাইন ক্লাউড বেইজড অ্যাকাউন্টিং ও স্টোর ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ডেভেলপম্যান্ট
২) কারুশিল্পী জরিপ তথ্য গ্রহণের মোবাইল অ্যাপস চালু করা এবং
৩) ফাউন্ডেশন সংলগ্ন স্থানে এটিএম বুথ স্থাপন করা।

৩.৯ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ভুবনের অনন্য ও বৈচিত্র্যময় উপাদান লোক ও কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম। এর মাধ্যমে বাংলার জনমানুষের কর্মকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্য ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম বাজারজাত করণের নিমিত্ত বেশ কিছু কর্মশালার আয়োজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পর্যটন কর্পোরেশন কর্নারে কারুপণ্যের প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্যের ব্র্যান্ড এর পরিচিতি তুলে ধরার নিমিত্ত কারুশিল্পী বাতায়নে অনলাইন মার্কেট প্লেস শিরোনামে কারুপণ্যের বাজারজাত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

লোককারুশিল্প মেলায় ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা

ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণি	জেলা	ক্র:নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণি	জেলা
০১	মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল সঞ্জয় কুমার পাল	মৃৎশিল্প (শখের হাঁড়ি)	রাজশাহী	১৪	আমিনুল ইসলাম	বাঁশ ও বেত	গাজীপুর
০২	সন্ধ্যা রানী সুত্রধর দুর্জয় চন্দ্র সুত্রধর	কাঠের হাতি ঘোড়া	নারায়ণগঞ্জ	১৫	মনোয়ারা বেগম বাপ্পারাজ উদ্দিন	তালপাতার হাতপাখা	চট্টগ্রাম
০৩	মো.ফিরোজ মিয়া	লোক ও বাদ্যযন্ত্র	বগুড়া	১৬	রমজান আলী শিল্পী আক্তার	শতরঞ্জি	রংপুর
০৪	শাহ আলম আলম মিয়া	জামদানি	সোনারগাঁও	১৭	মো. নুরুল ইসলাম মো.আবদুস সালাম	ঝিনুক শিল্প	কক্সবাজার
০৫	রাজিয়া সুলতানা মরিয়ম খাতুন	নকশী কাঁথা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৮	বিজলী রাণী পাল সজীব কুমার পাল	টেপাপুতুল	রাজশাহী
০৬	অরুণ চন্দ্র দাস সবিতা মুদি	শীতলপাটি	মৌলভীবাজার মুন্সিগঞ্জ	১৯	রীতা রাণী সূত্রধর	নকশী হাতপাখা	নারায়ণগঞ্জ
০৭	আম্বিয়া খাতুন	লোক ও বাদ্যযন্ত্র	কুমিল্লা	২০	হরদিাস পাল খোকন পাল	মৃৎশিল্প (খেলনা পুতুল)	কিশোরগঞ্জ
০৮	নিখিল চন্দ্র মালাকার মিতালী রানী মালাকার	শোলা শিল্প	মাগুরা মাগুরা	২১	সুনীল চন্দ্র পাল আরতি রানী পাল	মৃৎশিল্প	কিশোরগঞ্জ
০৯	গলিবালা অবিনাশ	বাঁশ ও বেত	ঠাকুরগাঁও	২২	প্রবীর কর্মকার মো. মন্টু শেখ	তামা-কাঁসা-পিতল	জামালপুর
১০	রেহানা পারভীন রুমা আক্তার	মনিপুরী কারুশিল্প	সিলেট	২৩	আমেনা খাতুন মো. অন্তর আলী	শতরঞ্জি	রংপুর
১১	গীতেশ চন্দ্র দাস হরন্দ্রে কুমার দাস	নকশী শীতল পাটি	মৌলভীবাজার	২৪	শাহজাহান মিয়া শাকিল মিয়া	বাঁশ ও বেত	টাঙ্গাইল
১২	নমিতা চক্রবর্তী তানিয়া আক্তার (সুচি)	কাগজ ও কাপড় শিল্প	দিনাজপুর ঢাকা				
১৩	মোরশেদা আক্তার তৃশা	পাটজাত শিল্প	সোনারগাঁও				

পরিশিষ্ট-খ

লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আবহমান বাংলার লোকঐতিহ্য, লোককারুশিল্প, লোকসঙ্গীত, গ্রামীণ খেলাধূলার উজ্জীবন, উন্নয়ন, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও প্রসারের নিমিত্ত প্রতিবছর ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করা হয়ে থাকে। যারফলে নাম না জানা অগণিত অবহেলিত লোকশিল্পী, কারুশিল্পী, লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের এ লোকমেলায় নিজ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। নিম্নে এ মেলায় আয়োজিত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

লোককারুশিল্প মেলা ২০২২ এর বিশেষ আকর্ষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২২ ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ, এম.পি.। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. আহমেদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, মাননীয় সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-০৩ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মনিরুল আলম প্রমুখ।

জীবন্ত প্রদর্শনী

ফাউন্ডেশনের মেলা চত্বর এবং ডকুমেন্টেশন ভবনের সামনে জীবন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেখানে সোনারগাঁও অঞ্চলের স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা লোকজ আঙ্গিকে বিষয়ভিত্তিক সাজসজ্জা করে গ্রাম্য শালিস, কনে দেখা, গাঁয়ে হলুদ, কাজীর বিয়েপড়ানো, পালকিতে বরযাত্রা, পৌষপার্বণ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করে থাকে। যারফলে আগত দর্শনার্থীরা গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন পার্বণগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায় ।

গাজীর পট

গাজীর পট বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, বিশেষত, বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। বর্তমানে বিনোদনের বিভিন্ন আধুনিক মাধ্যম প্রচলিত হওয়ায় এ মাধ্যমটি বিলুপ্তপ্রায়। কুশীলবরা জুড়ি, ঢোল, চটি প্রভৃতি বাজিয়ে গান গেয়ে পট প্রদর্শন করেন। অঙ্কিত চিত্রসমূহ একটি লাঠির সাহায্যে নির্দেশ করে তা সুর-তাল ও করতালের সাহায্যে বর্ণনা করেন। গ্রামবাংলার এই নিষ্ঠাবান শিল্পীরা তাঁদের শিল্পশৈলী নিয়ে নগরজীবনে প্রবেশ করে স্বাধীনতা-পট, সাহেব-পট, বাবুদের ব্যঙ্গ-পট, পরিবার পরিকল্পনা পটও তাঁরা নির্মাণ করেছেন। পশ্চিমাধারায় শিক্ষিতজনেরা পটশিল্পীদের মূল্যায়ন করতে পারেননি বলে কালক্রমে গ্রামবাংলার এই শিল্পটি আজ বিলুপ্তপ্রায়। নিজেদের কাজ ও জীবনাচরণে পটুয়ারা ধর্মনিরপেক্ষ থাকলেও সমাজের চোখে ছিলেন অপাঙক্তেয় শ্রেণির।

গম্ভীরা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল চাপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরাগান। গম্ভীরা বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী ও চাপাঁইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের বিখ্যাত গান। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিন বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে এ গান লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়।

পুতুলনাচ

পুতুল নাচ হল থিয়েটার বা পারফরম্যান্সের একটি রূপ যেখানে পুতুলের মাধ্যমে কাহিনী বলা হয়। এটি বাংলাদেশে প্রচলিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রামীণ জনপদে আবালবৃদ্ধ বনিতার বিনোদনে বিশেষ করে শিশুদের বিনোদনে পুতুল নাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পুতুল নাচের পুতুলগুলি সাধারণত চার ধরণের হয়ে থাকে : তারের পুতুল, লাঠিপুতুল, বেণীপুতুল ও ছায়াপুতুল। তারের পুতুল সূক্ষ্ম তার বা সুতার সাহায্যে এবং লাঠিপুতুল লম্বা সরু লাঠির সাহায্যে নাচানো হয়; আর দুই বা ততোধিক পুতুল যখন একসঙ্গে বেঁধে হাত দিয়ে নাচানো হয় তখন তাকে বলে বেণীপুতুল। এবছর মাসব্যাপী লোকজ ও কারুশিল্প মেলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ পুতুল নাচের পারফরম্যান্স করে । তাছাড়া ফাউন্ডেশনে সারা বছরব্যাপী শুক্রবার ও শনিবার পুতুল নাচ প্রদর্শন করা হয়।

নছিমন পালা

নছিমন পালা হচ্ছে ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর অঞ্চলের লোকগান। এ গানে ২০-২৫ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করে থাকে, যাদের অধিকাংশ হিজরা ও পুরুষ । যারা নারীদের বেশভুষা ধারণ করে অভিনয়ের মাধ্যমে এই পালা গান পরিবেশন করে থাকে। কাল্পনিক কাহিনী এবং গ্রামীণ প্রাত্যাহিক জীবনাচরণে ঘটে যাওয়া কাাহিনী অবলম্বনে এ পালাগান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। কালের বিবর্তনে আজ বিলুপ্তপ্রায় এ পালাগান। হাতে গোনা দু-এক জন শিল্পী ধরে রেখেছে এই ঐতিহ্যবাহী পালাগান, তার মধ্যে অন্যতম ধীরু বাউল ।

পঞ্চকবির লোকগান

বৃহত্তর সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কবি গানের জন্য অনেক জনপ্রিয়। পঞ্চকবিগন হলেন মরমী কবি হাছন রাজা, শাহ আব্দুল করিম, রাধারমণ, দুর্বিণ শাহ, ও কামাল পাশা। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে এ গান লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়।

পালাগান

কোনো একটি লোক কাহিনীকে অবলম্বন করে কীর্তনের ঢঙে যে গান পরিবেশিত হয়, তা-ই পালাগান। মঙ্গলকাব্যে দিনে পরিবেশিত কাহিনী দিবাপালা এবং রাতে পরিবেশিত কাহিনী নিশাপালা নামে অভিহিত। মূল গায়েন বা বয়াতি থাকেন একজন। তিনিই দোহারদের সহযোগিতায় গান পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে মূল গায়েনই বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন। পালাগানের উৎসভূমি ময়মনসিংহ। উল্লেখযোগ্য রচয়িতার মধ্যে আছেন-মনসুর বয়াতি, ফকির ফৈজু, দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী, দ্বিজ ঈশান, সুলাগাইন (মহিলা)। প্রতিবছর আমাদের লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের লোকজ মঞ্চে এ গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

লোকগান

আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য প্রকাশের চিরায়ত স্মারক লোকসঙ্গীতের নিরন্তর আবেদনের মূলে রয়েছে মাটি, নদী, নারী, ফসলের ক্ষেত, সবুজ প্রান্তর। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিন বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভান্ডার থেকে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, শাহ আব্দুল করিম, বাউল, আলকাপ, এবং হাছন রাজার গান, সেমিনার, পুঁথি পাঠের আসর, লোকজ গল্প বলাসহ বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানমালা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২ এর সমাপনী দিনে বাংলার লোকজীবনের বিলুপ্তপ্রায় লোককারুশিল্পের কর্মরত কারুশিল্পীদের সম্মানী, সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

পরিশিষ্ট-গ

পদকপ্রাপ্ত লোককারুশিল্পীদের তালিকা

	পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পী ও জেলা	কারুপণ্য
২০১০	শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, রাজশাহী	শখের হাঁড়ি
	মিসেস হোসেনে আরা বেগম, সোনারগাঁও	নক্‌শিকাঁথা
	শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর, সোনারগাঁও	এক কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল
২০১৫	জনাব মো. রমজান আলী, রংপুর	শতরঞ্জি
	জনাব মো. শাহাজাহান মিয়া, টাঙ্গাইল	বাঁশ-বেত
২০১৬	শ্রীমতি সবিতা রানী মোদী, মুন্সিগঞ্জ	শীতল পাটি
	শ্রী সুধন্য চন্দ্র দাস, নারায়ণগঞ্জ	সরাচিত্র
	মো. মানিক সরকার, কুমিল্লা	তামা-কাঁসা-পিতল
	মিসেস সুফিয়া আক্তার, ঢাকা	পাটের শিকা
২০১৭	শ্রী শংকর মালাকার, মাগুরা	শোলাশিল্প
	জনাব শাহ আলম মিয়া, নারায়ণগঞ্জ	জামদানি
	শ্রী বিশ্বনাথ পাল, নওগাঁ	টেপাপুতুল
২০১৮	শ্রীমতি সুচিত্রা রানী (মরোণত্তর), সোনারগাঁও	নকশি হাতপাখা
	শ্রী সুবোধ কুমার পাল, রাজশাহী	কাগজের মুখোশ শিল্প
	থুই চাং ম্রা খেয়াং, বান্দরবান	বয়ন শিল্প
	জনাব আবুল কালাম (মরোণত্তর), চট্রগ্রাম	তালপাতা হাতপাখা
২০২১	শ্রী চিন্তা হরন দেবনাথ, কুমিল্লা	বয়নশিল্প (খাদি কাপড়)
	বিশ্বেশ্বর পাল, পটুয়াখালী	মৃৎশিল্প (পটারি)
	শামসুন্নাহার, কিশোরগঞ্জ	নকশি পিঠা
২০২২	শখের হাঁড়ি (আজীবন সম্মাননা)	সুশান্ত কুমার পাল
	আল্পনা অংকন	জনাব দেখন বালা
	সুজনী কাঁথা	পারভিন আক্তার
	রূপার অলঙ্কার	মিলন হোসেন

পরিশিষ্ট-ঘ
সংগৃহীত পোড়ামাটির পুতুলের তালিকা

কারুশিল্পীর নাম	কারুশিল্পীর অঞ্চল	সংখ্যা	কারুশিল্পীর নাম	কারুশিল্পীর অঞ্চল	সংখ্যা	নিদর্শনের নাম
ভূপেন্দ্র পাল	কিশোরগঞ্জ	২টি	মিনতী রানী পাল	ময়মনসিংহ	১টি	পোড়ামাটির পুতুল
সুমীল চন্দ্র পাল	কিশোরগঞ্জ	২টি	রানী বালা পাল	ময়মনসিংহ	১টি	
কানন বালা পাল	কিশোরগঞ্জ	২টি	বীনা পাল	মৌলভীবাজার	২টি	
মিলন চনদ্র পাল	কুড়িগ্রাম	২টি	বাবু পাল	মাগুড়া	১টি	
রঞ্জনা রানী	কুমিল্লা	২টি	অমূল্য পাল	যশোর	২টি	
অরুন বাশীর রুদ্র	কক্সবাজার	২টি	দীলিপ কুমার পাল	রাজবাড়ী	১টি	
সন্ধারানী পাল	কুস্টিয়া	২টি	জিতেন্দ্রনাথ পাল	রাজবাড়ী	২টি	
বিষকা রানী পাল	কুষ্টিয়া	২টি	নিতাই পাল	রংপুর	২টি	
দিপক চন্দ্র পাল	খুলনা	১টি	অর্পিতা পাল	রংপুর	১টি	
পুলিন চন্দ্র পাল	গাইবান্ধা	১টি	নুমিতা রানী পাল	রাজশাহী	৩টি	
গোপী নাথ পাল	গাজীপুর	২টি	বিনোদ চন্দ্র পাল	লালমনিরহাট	২টি	
পার্থ পাল	গোপালগঞ্জ	১টি	প্রফুল্য পাল	লালমনিরহাট	১টি	
তপন পাল	গোপালগঞ্জ	১টি	অনিল চন্দ্র পাল	লক্ষীপুর	১টি	
টিটু কুমার পাল	চট্রগ্রাম	৪টি	স্বপন পাল	শরীয়তপুর	১টি	
সীমা রানী রুদ্র	চট্রগ্রাম	২টি	মিলনরানী পার	শেরপুর	১টি	
মনীন্দ্র কুমার রুদ্র	চট্রগ্রাম	২টি	জিরতা রানী পাল	দিনাজপুর	২টি	
ফুরু পাল	চাপাইনবাবগঞ্জ	২টি	সুমত রুদ্র পাল	সিলেট	৪টি	
বাবুল পাল	চাঁদপুর	১টি	প্রমথ রুদ্র পাল	সিলেট	২টি	
রেনুকা রানী অধিপরী	চুয়াডাঙ্গা	১টি	সুনীল চন্দ্র পাল	সিলেট	২টি	
সুভাষ চন্দ্র পাল	জামালপুর	৩টি	কাঞ্চন রানী পাল	সাতক্ষীরা	১টি	
মিলন রানী পাল	জয়পুরহাট	৪টি	সন্ধ্যা রানী পাল	সাতক্ষীরা	১টি	
গোবিন্দ্রচন্দ্র পাল	ঝালকাঠি	২টি	সবিতা রানী পাল	সাতক্ষীরা	১টি	
প্রফুল্ল পাল	ঝিনাইদহ	৪টি	পূর্ণিমা রানী পাল	সিরাজগঞ্জ	১টি	
রেনু বালা পাল	টাঙ্গাইল	২টি	সন্ধ্যা রানী পাল	সুনামগঞ্জ	২টি	
বিষয়া রানী পাল	পঞ্চগড়	১টি	অজয় রুদ্র পাল	সুনামগঞ্জ	১টি	
গোপেন পাল	পাবনা	১টি	নৃপেন্দ্র পাল	হবিগঞ্জ	২টি	
শম্ভুনাথ পাল	পিরোজপুর	২টি	দিপিকা রানী পাল	বরিশাল	৫টি	
শৈল রানী পাল	পটুয়াখালী	৩টি	অন্নাথ চন্দ্র পাল	মাদারীপুর	১টি	
কৃষ্ণ কান্ত পাল	ফরিদপুর	১টি	সন্ধ্যা রানী পাল	মানিকগঞ্জ	৩টি	
অশোকপাল	ফরিদপুর	১টি	সুবাসীনি পাল	মানিকগঞ্জ	১টি	
মিনু রানী পাল	ফেনী	২টি	মরণ চন্দ্র পাল	মানিকগঞ্জ	১টি	
কনিকা রানী পাল	ফেনী	২টি	শ্রী হরিপাল	মুন্সীগঞ্জ	১টি	
পরিতোষ চন্দ্র পাল	বাগের হাট	২টি	বিষু পাল	মুন্সীগঞ্জ	১টি	
দিপক কুমার পাল	বাগের হাট	১টি	অন্নবালা পাল	ময়মনসিংহ	১০টি	
মমতা রানী মহন্ত	বগুড়া	১টি	দিপিকা রানী পাল	বরিশাল	৫টি	
ছায়া রানী পাল	বগুড়া	১টি	অন্নাথ চন্দ্র পাল	মাদারীপুর	১টি	
কানাই পাল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২টি	সন্ধ্যা রানী পাল	মানিকগঞ্জ	৩টি	
বিষু পাল	মুন্সীগঞ্জ	১টি	সুবাসীনি পাল	মানিকগঞ্জ	১টি	
অন্নবালা পাল	ময়মনসিংহ	১০টি	মরণ চন্দ্র পাল	মানিকগঞ্জ	১টি	
দিপিকা রানী পাল	বরিশাল	৫টি	শ্রী হরিপাল	মুন্সীগঞ্জ	১টি	
সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা					১৩৩টি	

সংগৃহীত মৃৎশিল্পের তালিকা				
ক্র.নং	নিদর্শনের নাম	প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা	শিল্পীর নাম
১	হাতা	লাঙ্গলবন্ধ	২টি	গণেশ পাল
২	হাতি	কুমিল্লা	১টি	সম্ভুপাল
৩	ঘোড়া	ফরিদপুর	১টি	নবীন পাল
৪	গরু	ঝিনাইদহ	১টি	ধীরেণ পাল
৫	ব্যাংক	লাঙ্গলবন্ধ	১টি	গণেশ পাল
৬	কলস কাঙ্খে রমনী	নোয়াখালী	১টি	শ্রী: চৈতন্য পাল
৭	মা ও শিশু	নোয়াখালী	১টি	শ্রী: চৈতন্য পাল
৮	বক	মানিকগঞ্জ	১টি	অরুণ কুমার পাল
৯	হাঁস	মানিকগঞ্জ	১টি	অরুণ কুমার পাল
১০	রমনী (ওয়াল শোপিচ)	সাভার	১টি	নীপেন পাল
১১	মা ও শিশু	সাভার	১টি	নীপেন পাল
১২	হাতি (ছোট)	ময়মনসিংহ	৩টি	শুনীল পাল
১৩	টেরাকোটা পুতুল	ময়মনসিংহ	৩টি	শুনীল পাল
১৪	টেরাকোটা পুতুল	সিলেট	১ট	শ্রী: মাধবী রাণী পাল
১৫	মা ও শিশু	সিলেট	১ট	শ্রী: মাধবী রাণী পাল
মোট			২০টি	

সংগৃহীত কাঠ খোদাই শিল্পের তালিকা							
ক্র. নং	নিদর্শনের নাম	প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা	ক্র. নং	নিদর্শনের নাম	প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা
১	হরিণের মাথা	খুলনা	১টি	২২	ছাঁচ	মুন্সিগঞ্জ	২টি
২	হরিণের মাথা	বান্দরবান	১টি	২৩	মাকু	সিরাজগঞ্জ	১টি
৩	হাতি	রাঙামাটি	১টি	২৪	ব্লক ছাঁচ	ঝিনাইদহ	১টি
৪	মা ও শিশু	বান্দরবান	১টি	২৫	হাতি	সোনারগাঁও	১টি
৫	গরু	বান্দরবান	১টি	২৬	মহিষের গাড়ী	রংপুর	১টি
৬	হাতি	বান্দরবান	১টি	২৭	হরিণ	বান্দরবান	১টি
৭	বাঘ	বান্দরবান	১টি	২৮	তাক	গোপালগঞ্জ	১টি
৮	চরকা	সোনারগাঁও	১টি	২৯	নারিকেল কুরনী	নবাবগঞ্জ	১টি
৯	হাতি	সোনারগাঁও	১টি	৩০	চরকা	নারায়ণগঞ্জ	১টি
১০	ঘন্টা	নোয়াখালী	১টি	৩১	হরিণের মাথা	দিনাজপুর	১টি
১১	চুড়ির আলনা	বিক্রমপুর	১টি	৩২	পুতুল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১টি
১২	ব্লক ছাঁচ	নারায়ণগঞ্জ	২টি	৩৩	গরুর গাড়ী	ময়মনসিংহ	১টি
১৩	ব্লক ছাঁচ	পাবনা	৩টি	৩৪	ঈগলের খরগোশ শিকার	বান্দরবান	১টি
১৪	কৌটা	মুন্সিগঞ্জ`	১টি	৩৫	ঘোড়া	সোনারগাঁও	২টি
১৫	ছেচনী	সোনারগাঁও	১টি	৩৬	কৃষক	বান্দরবান	১টি
১৬	ছেচনী	সুনামগঞ্জ	১টি	৩৭	মহিষের মাথা	দিনাজপুর	১টি
১৭	ঘন্টা	বান্দরবান	১টি	৩৮	সাম্পান নৌকা	নারায়ণগঞ্জ	১টি
১৮	বাঘ	বান্দরবান	১টি	৩৯	স্পিডবোট	নারায়ণগঞ্জ	১টি
১৯	ঘন্টা	নোয়াখালী	১টি	৪০	মমি পুতুল	সোনার গাঁও	১টি
২০	কাহাইল	নারায়ানগঞ্জ	১টি	৪১	পাঞ্জা	সোনারগাঁও	১টি
২১	ঘন্টা	ফেনী	১টি		**মোট**		**৪৬টি**

পরিশিষ্ট-ঙ
২০২২ সালে লাইব্রেরির জন্য সংগৃহীত বইয়ের তালিকা

ক্র. নং.	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশকের নাম
১.	জামদানী নকশা	সমর মজুমদার	খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি
২.	বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক ও লোকচিত্র	মামুন অর রশীদ	বেঙ্গল পাবলিকেশনস
৩.	বাংলার তাঁত	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	নন্দিতা প্রকাশনী
৪.	কলকাতার কাঠখোদাই	অসিত পাল	সিগনেট প্রেস
৫.	নকশিকাঁথা	তরুণ মজুমদার	দে'জ পাবলিশিং
৬.	শিল্পকথা	উত্তম পুরকাইত	ছোঁয়া প্রকাশনী
৭.	ভারতশিল্পে জীবনযাপনের সামগ্রী	দীপা মজুমদার	কাজল প্রকাশনী
৮.	বাংলার পুতুল ও শিল্পীদের কথা	ড.দীপককুমার বড় পণ্ডা	কারিগর
৯.	ভারতের ঐতিহ্যময় বস্ত্রশিল্প : অতীত থেকে বর্তমান	শ্যামলী দাস	দি সী বুক এজেন্সী
১০.	কত রঙের নকশি-কাঁথা	সুধীর চক্রবর্তী	পরম্পরা
১১.	বাংলার মুখোশ	দ্বীপঙ্কর ঘোষ	আনন্দ প্রকাশনী
১২.	বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক ও লোকচিত্র	মামুন অর রশীদ	বেঙ্গল পাবলিকেশনস
১৩.	শিল্পকথা: কুটিরশিল্প ও লোকশিল্প	উত্তম পুরকাইত	ছোঁয়া প্রকাশনী
১৪.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা: সুবর্ণ জয়ন্তিতে ফিরে দেখা	রুশিদান ইসলাম রহমান	ইউনিভার্সিটি প্রেস
১৫.	Startup Kingdom	Anis Uzzaman	University press
১৬.	গনিত আমাদের কী কাজে লাগে	সফিক ইসলাম	ইউনিভার্সিটি প্রেস
১৭.	কালের সাক্ষী	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	বেঙ্গল পাবলিকেশনস
১৮.	একটাই পৃথিবী	ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী	ইউনিভার্সিটি প্রেস
১৯.	আজব দেশ অ্যান্দিস	লুইস ক্যারল	পাতাবাহার
২০.	হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি	গোলাম মুরশিদ	অবসর
২১.	সংস্কৃতি কথা	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	প্রতীক প্রকাশনী
২২.	বাংলার পুতুল	দ্বীপঙ্কর ঘোষ	আনন্দ প্রকাশনী
২৩.	বাংলাদেশের জন্ম	শাহ আহমদ রেজা	ইউনিভার্সিটি প্রেস
২৪.	বাংলা কি লিখবেন কেন লিখবেন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আনন্দ প্রকাশনী
২৫.	জয়নুল আবেদিন: জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি	সৈয়দ আজিজুল হক	বেঙ্গল পাবলিকেশনস
২৬.	সুলতান	হাসনাত আবদুল হাই	ইউনিভার্সিটি প্রেস
২৭.	লেটার টু এ চাইল্ড নেভার বর্ন	ওরিয়ানা ফাল্লাচি	বাতিঘর
২৮.	আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ	নীরদচন্দ্র চৌধুরী	মিত্র ও ঘোষ
২৯.	দ্য কাইট রানার	খালেদ হোসেইনি	বাতিঘর
৩০.	মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডো	মেজর রফিকুল ইসলাম	অনন্যা
৩১.	গ্রাম বাংলার রুপান্তর	স্বপন আদনান	ইউনিভার্সিটি প্রেস
৩২.	স্বামী বিবেকানন্দ: সার্ধশতবর্ষের ভাবনা	রামকুমার মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য অকাদেমি
৩৩.	বই প্রকাশে লেখকের প্রস্তুতি	বদিউদ্দিন নাজির	কথাপ্রকাশ

পরিশিষ্ট-চ
নিলামকৃত অকেজো মালামালের তালিকা

ক্র নং	নিলামযোগ্য অকেজো মালামালের বিবরণ	পরিমান	ক্র নং	নিলামযোগ্য অকেজো মালামালের বিবরণ	পরিমান
১	টর্চলাইচ	৪টি	১৯	প্লাস্টিক টেবিল	২টি
২	মনিটর	১টি	২০	কাঠের বোর্ড	৪টি
৩	ইজি চেয়ার	১ টি	২১	কাঠের একুরিয়াম বক্স	৪টি
৪	ইউ পি এস	৩ টি	২২	কাঠের র‍্যাক বড়	১ টি
৫	পি সি	২টি	২৩	ডি ভি আর	২টি
৬	কাটা/খুচরা টিন	২০০ কেজি	২৪	ক্যালকুলেটর	৮টি
৭	সিলিং ফ্যান	৯টি	২৫	দেয়াল ঘড়ি	২টি
৮	লোডাউন প্লাস্টিক	৪টি	২৬	এসি	৪টি
৯	প্লাস্টিক দরজা	৩টি	২৭	তালা	৭টি/১কেজি
১০	লোহার দরজা ,গ্রীল (দুই পাল্লা) গ্রীল,রড, প্লেনসিট (লোহার খাঁচা ৪টি)	১৪৫০ কেজি	২৮	ঘাস কাটার মেশিন	২টি
১১	কাঠের টেবিল	১টি	২৯	এল ই ডি টিভি ৪০”	১ টি
১২	মটর	৩০ কেজি	৩০	কাঠের দরজা	১টি
১৩	ডি বি বোর্ড	২টি/ ২০ কেজি	৩১	কাঠের হাতল চেয়ার	২টি
১৪	বেসিন	৪টি	৩২	ইউরিনিয়াল	৩টি
১৫	কমোড	৫টি	৩৩	প্রজেক্টর	১টি
১৬	টিউবয়েলের মাথা	৬টি/ ৯০ কেজি	৩৪	লুকিং গ্লাস (আয়না)	৫টি
১৭	ইন্টারকম সেট	১ টি	৩৫	মেটাল গেইট	১টি
১৮	হ্যালোজেন ৫০ ওয়াট	৭টি			

পরিশিষ্ট-ছ
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	টাকা	খাতের নাম	টাকা
১.সরকারি অনুদান	৩৯৬.১৮	১.বেতন ও ভাতাদি বাবদ	২৬৫.৬৭
২.প্রবেশ ফি	২৭৮.১৬	২.পণ্য ও সরবরাহ সেবা বাবদ	১০৩.৫৩
৩.মেলার স্টল	৯.৫৩	৩.অনুষ্ঠান উৎসবাদি	২৫.০০
৪.ইজারা	২৯.৩২	৪.আনুতোষিক	১১১.৩১
৫.কোয়ার্টার ভাড়া	৯.৫৭	৫.নিরাপত্তা	৪৩.১১
৬.স্টল ভাড়া	৯.৩৮	৬. প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২.৪৬
৭.বিবিধ	১৫.১০	৭.অন্যান্য ব্যয়	১৫১.২৭
মোট আয় =	**৭৪৭.২৪**	**মোট ব্যয় =**	**৭০২.৩৫**

পরিশিষ্ট-জ

প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

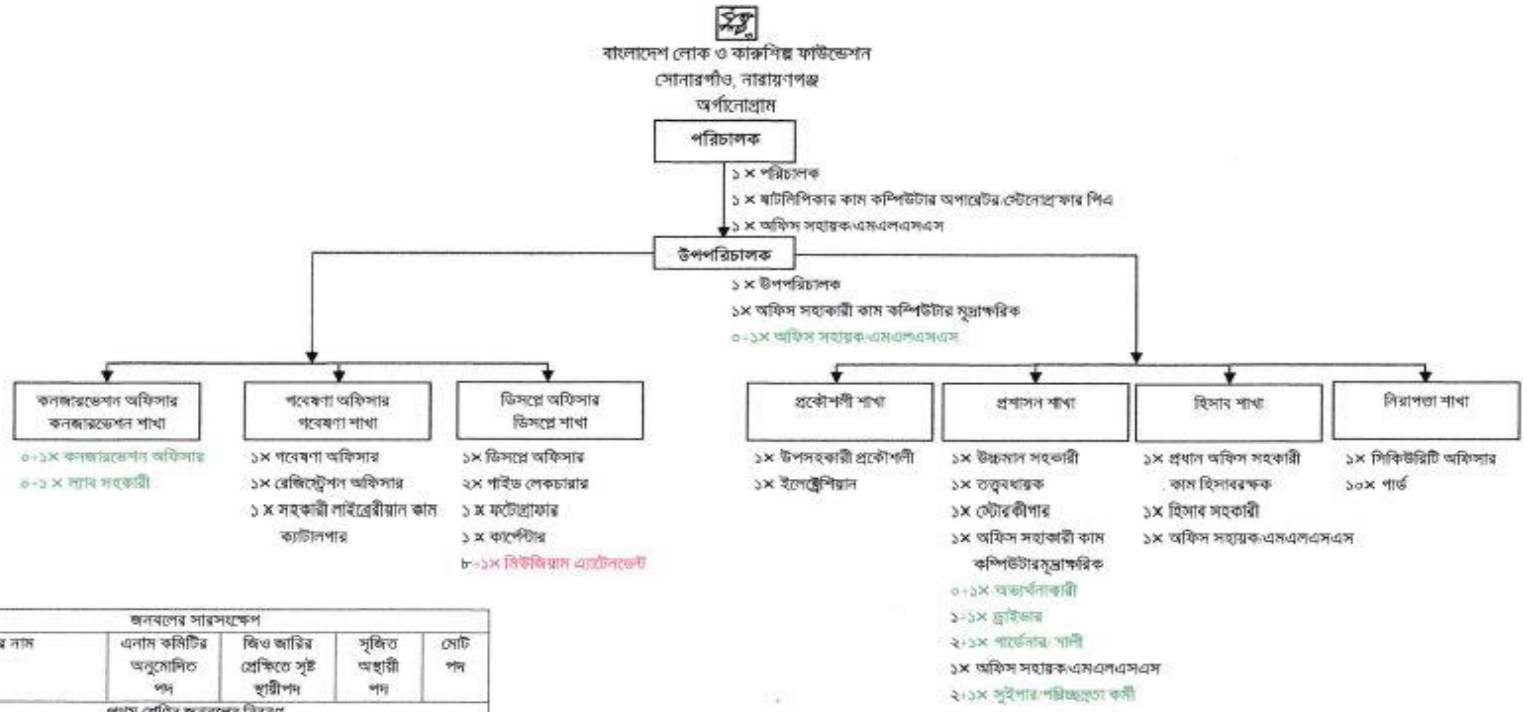

জনবলের সারসংক্ষেপ					
ক্রঃনং	পদের নাম	এনাম কমিটির অনুমোদিত পদ	জিও জারির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট স্থায়ীপদ	সৃজিত অস্থায়ী পদ	মোট পদ
প্রথম শ্রেণির জনবলের বিবরণ					
১	পরিচালক	১	-	-	১
২	উপপরিচালক	-	-	-	১
৩	সহকারী পরিচালক	১	-	-	-
৪	রিসার্স অফিসার	১	-	-	১
৫	কনজারভেশন অফিসার	-	১	-	১
৬	ডিসপ্লে অফিসার	১	-	-	১
	প্রথম শ্রেণির মোট =	৪		-	-
৭	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২	-	-	৩
৮	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১৬	৩	-	১৮
৯	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৫	৩	১	২৯
	মোট =	৪৭	৭	১	৫৫

গাড়ী এবং যন্ত্রপাতির প্রাধিকার			
ক্রঃনং	বর্তমানে ব্যবহৃত যানবাহন/যন্ত্রপাতির নাম ও সংখ্যা	এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যা	অনুমোদিত সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস	১	১
২	ডুপলিকেটিং মেশিন	১	১
৩	টাইপ রাইটার	৩	৩

এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদ- ৪৭ টি (কালো কালিতে)
মন্ত্রণালয়ের জিও জারির প্রেক্ষিতে সৃজিত স্থায়ী পদ- ০৭ টি (সবুজ কালিতে)
নতুন সৃজিত অস্থায়ী পদ- ১টি (লাল কালিতে)

৩০.১০.২২
(রবীন্দ্র গোপ)
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

পরিশিষ্ট-ঝ

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

১.

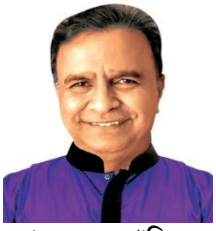

জনাব কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

২.		**বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন** মাননীয় সংসদ-সদস্য ১৭২ মুন্সিগঞ্জ -২ ।	১০.		**অধ্যাপক নিসার হোসেন** ডিন চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৩.		**জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা** মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য নারায়ণগঞ্জ-০৩।	১১.		**ড. মুহম্মদ আবু ইউছুফ** যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪.		**জনাব অসীম কুমার উকিল** মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য নেত্রকোণা-০৩	১২.		**জনাব মো: মঞ্জুরুল হাফিজ** জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ।
৫.		**জনাব মো: আবুল মনসুর** সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১৩.		**শিল্পী হাশেম খান** বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী উত্তরা, ঢাকা।
৬.		**জনাব মো: কামরুজ্জামান** মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা।	১৪.		**জনাব চন্দ্র শেখর সাহা** বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী ও গবেষক মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৭.		**জনাব মুহ: মাহবুবর রহমান** চেয়ারম্যান বিসিক, মতিঝিল, ঢাকা।	১৫.		**জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল** সভাপতি, বিএফইউজে এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী
৮.		**জনাব মো: আলি কদর** চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৮৩-৮৮ মহাখালি, ঢাকা।	১৬.		**জনাব কাজী নুরুল ইসলাম** উপসচিব শাখা-৩
৯.		**জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা** মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী রমনা, ঢাকা।	১৭.		**বাবুল মিয়া** পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও।

পরিশিষ্ট-ঞ

আলোকচিত্রে ২০২১-২০২২

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ডের ১২৩ তম সভা

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা, লোককারুশিল্পী পদক, উদ্যোক্তা পুরস্কার এবং মিডিয়া ফেলোশিপ ২০২২

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করছেন সখের হাঁড়ির শিল্পী সুশান্ত কুমার পাল

ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কারুশিল্পী জরিপ ২০২২ সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ

কারুশিল্পী উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্ত জনাব তরুন কুমার পাল এবং জনাব আফসানা আসিফ

মিডিয়া ফেলোশিপ পুরস্কার ২০২২ প্রদান করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. আহমেদ উল্লাহ

টুঙ্গিপাড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীবৃন্দ

‘পোশাকে তাঁত শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও আমাদের করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২’

ঢাকাস্থ চারুকলা অনুষদে ছয়দিনব্যাপি ঐতিহ্যবাহী রিকশা আর্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২২

তালপাতার তন্তু-বুনন কৌশল এবং পণ্য প্রস্তুত বিষয়ক কর্মশালা ২০২২-এ বক্তব্য রাখছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক

কারুশিল্পী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ২০২১ শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথীর সাথে অংশগ্রহণ কারীবৃন্দ

বান্দরবান জেলায় অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীদের কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও ডিজাইন বৈচিত্র্য শীর্ষক কর্মশালা

কারুশিল্প উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ২০২১ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগন

লোক কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ক কমিটির কার্যক্রম

শুদ্ধাচার ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে অংশীজনদের মতবিনিময় সভা/গণশুনানি

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় শোক দিবসে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের পাদদেশে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭ তম জন্মবার্ষিকীতে শিল্পাচার্যের সমাধীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শিল্পাচার্যের সমাধীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

ঐতিহ্যবাহী রিকশা আর্ট প্রদর্শনী ২০২২ পরিদর্শন করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক

আর্ন্তজাতক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবসে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শহীদ মিনারে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৯ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

দুইদিনব্যাপী বৈশাখী মেলা ও বর্ষবরণ উৎসবে কারুশিল্প স্টল পরিদর্শন করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক

ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত মহিলা সমিতি প্রাঙ্গনে কারুশিল্প মেলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব

ফাউন্ডেশনের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী।

ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গবৃন্দ

ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

ফাউন্ডেশন চলমান প্রকল্পের নির্মানাধীন ভবনের বর্তমান চিত্র

ফাউন্ডেশনের সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও ইলেকট্রিশিয়ানের বিদায় সংবর্ধনা

লোকশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছোট্ট সোনামনিরা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২ -এ দর্শনাথীদের একাংশ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২-এ বাউল গান পরিবেশন করছেন বিমল বাউল

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২২-এ বাউল দলের পরিবেশনা

লোকজ মেলায় ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ প্রদর্শনী

নকশী হাতপাখা তৈরি করেছেন সোনারগাঁয়ের কারুশিল্পীরা

লোককারুশিল্প মেলা ২০২২ -এ টেপাপুতুল তৈরি করছে রাজশাহীর মৃৎশিল্পী

কর্মরত কারুশিল্পী কর্তৃক ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি বুনছেন

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতল পার্টি তৈরিতে মগ্ন শিল্পী

নকশী কাঁথা বুনছে কর্মরত কারুশিল্পী

ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি